Handout Number : 3730

**Indian High Commissioner called on the Foreign Minister Dr. Momen**

Dhaka, 13 September :

 The departing High Commissioner of India to Bangladesh Vikram Kumar Doraiswami called on the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen this afternoon at his office.

 At the meeting, they discussed issues of mutual interest and reaffirmed their commitment for further strengthening the excellent relations between the two countries in the days ahead. The recent State Visit of Prime Minister Sheikh Hasina to India has also added a significant momentum to the bilateral relations which bears the testimony of time tested friendship, Foreign Minister added. He credited the High Commissioner for his due role during the unprecedented State Visits by both the President and the Prime Minister of India to Bangladesh last year. Foreign Minister also appreciated the proactive role of Mr. Doraiswami in the joint celebration of Maitree Dibosh (Friendship Day) on 06 December 2021 which was celebrated in 20 selected cities including Dhaka and New Delhi.

 High Commissioner Vikram Kumar Doraiswami thanked the Ministry of Foreign Affairs for extending support and cooperation in discharging his duties during his stay in Bangladesh. He mentioned that his experience in Dhaka would always be cherished in his memory. He also mentioned that the outstanding bilateral relation has turned into a remarkable one because of the ongoing collaboration and cooperation between the two countries.

 Foreign Minister also emphasized for having a stronger regional approach for coping with the challenges brought about by the neo-normal challenges. He noted that as Bangladesh and India share progressive, comprehensive and substantial cooperation in diverse areas, if both the countries can work together, it would be beneficial for the two peoples and would also contribute in bringing peace and prosperity in the region as a whole.

**Dr. Momen invited by Indian External Affairs Minister:**

 The Indian High Commissioner conveyed an invitation from the External Affairs Minister of India, addressed to the Foreign Minister of Bangladesh, as the External Affairs Minister would host a dinner on 22 September 2022 at the sideline of the High-Level Week of the 77th session of the United Nations General Assembly. In response, the Foreign Minister accepted the invitation cordially.

#

Mohsin/Pasha/Rahat/Mosharaf/Mahmud/Zoynul/2022/2040 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৯

**যত বেশি ডিজিটালাইজড হবে, করাপশন তত কমে যাবে**

 **--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কারণে দুর্নীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে দুর্নীতি কমতে শুরু করেছে। আগামীতে আরো কমবে। প্রধানমন্ত্রী একটি আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশের মানুষ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। বন্দরগুলো ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। যত বেশি ডিজিটালাইজড হবে, করাপশন তত কমে যাবে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে স্ক্যানার বসানো হয়েছে। আরো বেশি স্ক্যানার বসানো হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও স্ক্যানার বসানো হবে। সবকিছু ডিজিটালাইজড হলে অসৎ ব্যবসায়ীরা ফাঁকি দিতে পারবে না; সরকারি ফ্যাসিলিটিসগুলো ফাঁকি দিতে পারবে না।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী আজ ঢাকায় ধানমণ্ডিতে শিপার্স কাউন্সিল অভ্ বাংলাদেশ (এসসিবি) এর অফিসে শিপার্স কাউন্সিল, ইউএন গ্লে¬াবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক (জিসিএনবি) এবং মেরিটাইম

এন্টি-করাপশন নেটওয়ার্ক (এমএসিএন) এর যৌথ উদ্যোগে ‘মিটিগেটিং করাপশন ফর ইকোনমিক গ্রোথ ইন দ্য মেরিটাইম সেক্টর’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 এসসিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জিসিএনবি এর নির্বাহী পরিচালক শাহামিন এস জামান। সেমিনারে দুটি পেপার উপস্থাপন করেন মেরিটাইম এন্টি-করাপশন নেটওয়ার্ক এর প্রকল্প পরিচালক এবং সাবেক ডিজি শিপিং কমোডর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, বিএন (অব.) এবং শিপার্স কাউন্সিলের পরিচালক সৈয়দ মোঃ বখতিয়ার।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের সমস্যা হচ্ছে- ধৈর্যের অভাব। গত ৫০ বছরে আমাদের সমসাময়িক যেসব দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে-তারা অনেক এগিয়ে গেছে। আমাদের অনেক সম্ভাবনা ছিল। বর্তমানে দেশপ্রেমিক সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পারব। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি কমাতে সরকার আন্তরিক। এজন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ভালো উদ্যোগগুলোকে পেছনে টেনে ধরার অনেকের অভ্যাস রয়েছে। এতদিন তারা বাংলাদেশ শ্রীলংকার মতো হয়ে যাবে বলে চিৎকার করেছে। এখন আর সে কথা বলে না। বাংলাদেশ এখন টার্নিং পয়েন্টে আছে। এখন দেশে যুবশ্রেণির সংখ্যা বেশি। এসময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আবার কেউ কেউ পিছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

 পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুল আহসান, ভাইস চেয়ারম্যান এ কে এম আমিনুল মান্নান (খোকন) এবং পরিচালকবৃন্দ মোঃ নুরুচ্ছাফা বাবু, জিয়াউল ইসলাম; আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/রফিক/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১১০ঘণ্টা

Handout Number : 3728

**Ambassador of Nepal to Bangladesh called on Foreign Minister Dr. Momen**

Dhaka, 13 September :

 The newly appointed Ambassador of Nepal to Bangladesh, Ghanshyam Bhandari called on the Foreign Minister of Bangladesh Dr. A K Abdul Momen at the latter's office in the Ministry of Foreign Affairs. Foreign Minister cordially welcomed and wished him a successful tenure in Bangladesh.

 The Foreign Minister reaffirmed the importance of strong relations between the two countries, mentioning that Bangladesh and Nepal have been maintaining cordial ties since independence. Dr Momen expressed with satisfaction that the two countries recently celebrated their 50th anniversary of diplomatic ties on April 8, 2022. He expressed gratitude for the support of the people of Nepal during the Liberation War of Bangladesh in 1971 and for its early recognition to Bangladesh as an independent country.

 Dr Momen recalled the visit of the President of Nepal to Bangladesh on 22-23 March 2021 during the celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman which added momentum to the bilateral ties between Bangladesh and Nepal.

 Dr. Momen also underscored the necessity of further consolidating cooperation in all areas of mutual interest and he expressed his hope that the ongoing sectoral collaboration will be expanded and pursued during the term of the new Nepalese Ambassador to Bangladesh.

 The new Ambassador of Nepal reciprocated the warm sentiments. He stated that the bilateral cooperation between Bangladesh and Nepal is growing steadily in the sectors such as trade, power, connectivity, education, tourism, and people-to-people contacts.

 Mr. Bhandari underscored the necessity of expanding trade and commerce between the two countries and sought the support of Bangladesh in relaxing tariffs on Nepalese commodities. He emphasized on regular interaction and stressed on holding the next Foreign Office Consultations (FOC) between Bangladesh and Nepal at an early date. He further expressed his desire to work for further deepening the bilateral relations during his tenure.

 Ghanshyam Bhandari presented his ‘Letters of Credence’ to the President of Bangladesh Md. Abdul Hamid ceremonially on 31 August 2022 at Bangabhaban.

#

Mohsin/Pasha/Rahat/Mosharaf/Rafiqul/Mahmud/Zoynul/2022/2010 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৭

**বাংলাদেশে কোনো মানুষকে ফ্লোরে চিকিৎসা সেবা নিতে হবে না**

 **--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে, গড় আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ চলে গেছে। এই দেশে এখনো সরকারি হাসপাতালে গেলে দেখা যায় এত রোগী ভর্তির জন্য ভিড় করে যে সেই চাপ সামলাতে হাসপাতালের ফ্লোরেও চিকিৎসা সেবা দিতে হয়।

আজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অডিটোরিয়াম হলে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৪ টি শেখ রাসেল SCANU (বিশেষায়িত নবজাতক সেবাকেন্দ্র) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ভালো চিকিৎসা দিতে পারে, যদি থাইল্যান্ড চিকিৎসা সেবা দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ করতে পারে, তাহলে আমরাও পারবো আমাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে। একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে আসবে, সেই মানুষ হাসপাতাল থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা লাভ করবে এটিই স্বাভাবিক। এজন্য কেউ চিকিৎসা নিতে এসে জায়গা না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নেবে এটা অচিরেই বন্ধ করতে সব রকম কাজ করা হবে। এজন্যই এবার আমরা মাঠে নেমেছি। ঢাকার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি জেলা শহরের হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা মনিটরিং করার জন্য মন্ত্রণালয়ে দুটি মনিটরিং টিম করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে প্রতিটি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ঢাকার মানের উন্নত হাসপাতাল দেশের আট বিভাগেই করা হচ্ছে। এতে ঢাকার ওপর চাপ কমে যাবে। এর সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে এমনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে যে, এটি বাস্তবায়ন করার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হবে সব চেয়ে বেশি রোগীর উন্নত চিকিৎসা সেবা দেয়া দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ভালো ও আদর্শ চিকিৎসা কেন্দ্র।’

মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে দেশে বছরে ৯০ হাজার শিশু জন্মকালীন বিভিন্ন সমস্যায় মারা যায়। এদের ৫২ শতাংশই মারা যায় জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। এই মৃত্যুর প্রায় সবই হয় বাড়িতে প্রসবকালীন সময়ে। এজন্যই শিশুর জন্মকালীন প্রতিটি মায়েদেরকে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে হাসপাতালে নেয়া উচিত ও সরকারি চিকিৎসা সেবা নেয়া উচিত বলে জানান মন্ত্রী। শিশুদের জন্য SCANU সেবা চালু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের প্রায় এক লাখ শিশুর জীবন রক্ষা করেছে SCANU সুবিধা। এ কারণে দেশের শিশু মৃত্যহার এখন উল্লেখযোগ্য হারে কমতে শুরু করেছে বলে এসময় মন্ত্রী উল্লেখ করেন। মন্ত্রী সভা শেষে দেশের ৫০টি জেলায় ৭৪টি শেখ রাসেল SCANU কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুহ. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, বিএমএ সভাপতি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাচিপ সভাপতি অধ্যাপক ইকবাল আর্সলান, ইউনিসেফের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. আহমেদুল কবীরসহ অন্যান্য বক্তারা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ টিটু মিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজমুল হক।

#

মাইদুল/পাশা/রফিক/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/২০২০ ঘণ্টা

Handout Number : 3726

**Dr. Momen calls for South-South Cooperation of Finance,**

**Development and Foreign Ministers for accelerated development**

Dhaka, 13 September :

 Dr. Momen emphasized on establishing a forum of development, finance, economic and Foreign Ministers of South-South dialogue and explore the potentials of accelerated development. Noting South-South Cooperation was built on the foundation of solidarity, Dr. Momen said, global solidarity is needed to find new ways to rebuild the world. And this has to be taken to next step for national wellbeing, national collective self-reliance and international development goals including the Sustainable Development Goals.

 Dr. Momen, yesterday made these comments during his keynote speech of a virtual roundtable “Our Common Agenda – A Ministerial Dialogue” organized by United Nations Office for South-South Cooperation. Global South-South Development Expo 2022 is going to be held from 12-15 September 2022 at Bangkok, Thailand.

 On the round table, Dr. Momen shared that Bangladesh stands for cooperation, collaboration and co-creation. He emphasized on the motto of foreign policy of Bangladesh which was outlined by the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He also highlighted the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina for laying a long development path within a short span of time. Health, economic crisis in Covid-19 situation, Ukraine crisis, inflation and supply chain instability, sanction and rate imbalance was also focused on his speech. He also drew attention on climate and natural disasters of global magnitude.

 In the roundtable, Don Pramudwinai, Santiago Andrés Cafiero, Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina and President of the High-level Committee on South-South Cooperation, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Rabab Fatima, High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States(UNOHRLLS) joined the discussion.

#

Mohsin/Pasha/Rahat/Mosharaf/Mahmud/Zoynul/2022/2030hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৫

**বিএনপি মধ্যযুগীয় কায়দায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্যাতন করেছিল**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি মধ্যযুগীয় কায়দায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল এবং ২৬ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

 মন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালে একটি নীলনকশার নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল। ধর্মান্ধ, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াতকে সাথে নিয়ে ক্ষমতায় এসেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর বিএনপি মধ্যযুগীয় কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। চরম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে। আওয়ামী লীগের ২৬ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল। তাদের এই অত্যাচার-নির্যাতনের ইতিহাস আরব্য রজনীর গল্পের মতো এক হাজার এক রাতেও বলে শেষ করা যাবে না।

 আজ রাজধানীর গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টার মাঠে ধানমণ্ডি, কলাবাগান ও নিউ মার্কেট থানাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ভিক্ষার মনোবৃত্তি নিয়ে বিএনপি দেশ চালিয়েছিল। ক্ষমতায় থাকতে তারা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেনি, কারণ তাদের সেই সময়ের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলে বেড়াতেন যে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে বিদেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ কারো ওপর, কোনো বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীল না। বিএনপির মতো ভিক্ষার মনোবৃত্তি নিয়ে দেশ চালায় না।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরকে খুবই সফল ও ফলপ্রসূ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশের অমীমাংসিত সমস্যার বেশির ভাগেরই সমাধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই অচিরেই তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তিও সম্পন্ন হবে।

 বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি সমস্যারও সমাধান করতে পারেননি। আগামী দিনেও ভারত থেকে কিছু আনতে পারবেন না।

 ধানমণ্ডি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি কামাল আহমেদের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির এবং ধানমণ্ডি, কলাবাগান ও নিউ মার্কেট থানা ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/রফিক/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৪

**নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে প্রায় ৪ লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মূল সেনানী হচ্ছেন শিক্ষকবৃন্দ। আমরা পথচলার শুরুর দিকেই আছি। আমরা সবাই মিলে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারবো। সরকার নতুন এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রায় চার লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

 আজ রাজধানীর সেগুন বাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১’ বিস্তরণে অনলাইন শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মন্ত্রী। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দীক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব কামাল হোসেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ফরহাদুল ইসলাম।

 মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল সেনানী হচ্ছেন শিক্ষকগণ। আমাদের শিক্ষকগণ এতোদিন যে আঙ্গিকে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে তাদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষায় এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এতে আমাদের শিক্ষকদের প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষককে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছি। দেশের সকল শিক্ষককে একই সময়ে একই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষকরা যাতে প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে গ্রহণ করার আগে নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারে। প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষায় যে পরিবর্তন হচ্ছে তা বিশদভাবে জানার ফলে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘শিক্ষাক্রমে যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তাতে আমাদের প্রস্তুতিটাও ব্যাপক। তিনি বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় যে বাধা আসবে, তা হলো আমাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস। শিক্ষার্থী কত নম্বর পেলো, বছর শেষে শ্রেণিতে কোনো জায়গায় শিক্ষার্থীর অবস্থান সেটা নিয়ে আমরা যে পরিমাণ উদ্বিগ্ন এবং তার ওপর আমরা যত বেশি জোর দেই, তার থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থী কতটা শিখছে, কতটা ভালোমানুষ হচ্ছে, কতটা তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হচ্ছে, কতটা মানবিক মানুষ হচ্ছে, তার সৃজনশীলতা কতটুকু বিকাশ হচ্ছে সেটা দেখবার মতো দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে কি না সেটা খুব জরুরি। এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই জায়গাটিতে আমরা পরিবর্তন আনতে না পারি, তাহলে আমাদের আকাক্সক্ষা সফল হবে না। সে জন্য আমরা আসলে কি চাইবো সেই জায়গায়টিতে কাজ করবার প্রয়োজন রয়েছে। সে জন্য আমাদের প্রয়োজন মনোভাব পরিবর্তনের কাজটি জোর দিয়ে করা। ’

 দীপু মনি বলেন, ‘জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ষষ্ট ও সপ্তম শ্রেণির যে বই হাতে পাবেন সেটিই একেবারে চূড়ান্তরূপ সেটি ভাববেন না। এটিই চূড়ান্ত রূপ নয়। এর ওপর আরো কাজ করবার আছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণেও আরো পরিবর্তন নিয়ে আসবো। এটি অনেক বড় কাজ। শিক্ষায় আমরা পরিবর্তনের কথা বলছি না। আমরা সংস্কারের কথা বলছি না। আমরা শিক্ষায় রূপান্তরের কথা বলছি। আমরা দুই-তিন বছরের চেষ্টায় একেবারে নিখুত একটা পরিকল্পনা করে ফেলবো সেটা বলার দৃষ্টতা আমার নেই। তবে আমরা সবাই মিলে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারবো এটি আমার বিশ্বাস।

#

খায়ের/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৩

**বিএনপির সাংঘর্ষিক এবং না বলার রাজনীতির অবসান প্রয়োজন**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপির সবকিছুতেই না বলার যে রাজনীতি সেটির অবসান হওয়া প্রয়োজন। যেখানে না বলা দরকার অবশ্যই সেখানে না বলবে। কিন্তু সবকিছুতেই না বলা আর সবসময় সাংঘর্ষিক রাজনীতি করা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে, যেটি বিএনপি করছে। আমি আশা করবো সাংঘর্ষিক রাজনীতি আর না বলার রাজনীতি থেকে বিএনপি নিজেকে মুক্ত করবে।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপি মহাসচিব ফখরুল সাহেব আজ বলেছেন যে সমমনা দলগুলোকে নিয়ে আন্দোলনে নামবেন। ক’দিন আগে উনিই বলেছেন, উনারা আন্দোলনে আছেন, আবার এখন বলছেন নামবেন -এখন কোনটা সঠিক সেটা বোঝা মুশকিল। গত সাড়ে ১৩ বছর ধরে আমরা শুনছি উনারা আন্দোলনে নামবেন। আর উনাদের আন্দোলন মানে হচ্ছে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা, গাড়িঘোড়া ভাংচুর, নিজেরা নিজেরা মারামারি করা, পুলিশের ওপর হামলা করা। এবার যদি এগুলো করা হয় তাহলে জনগণ তাদেরকে প্রতিহত করবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের পাশে থাকবে।

আজ রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-পিআইবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ-বিএসপি আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর এবং প্রেস কাউন্সিলের সদস্য এবং দৈনিক প্রভাত সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টুর সভাপতিত্বে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক এবং সচিব মোঃ শাহ আলম, গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ জালাল, সাধারণ সম্পাদক এম জি কিবরিয়া চৌধুরী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মঞ্জুর বারী মঞ্জু সভায় বক্তৃতা করেন।

সংবাদপত্র পরিষদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশে সাড়ে ১২শ’ পত্রিকা, অথচ পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখি সেখানে এতো পত্রিকা নাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদপত্রবান্ধব, সাংবাদিকবান্ধব সেকারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক পত্রিকার ডিক্লারেশন আছে কাগজে কিন্তু সেগুলো নিয়মিত বের হয় না, যেদিন বিজ্ঞাপন পায় সেদিন বের হয়। অনেক পত্রিকার যিনি সম্পাদক, তিনিই রিপোর্টার। অনেক পত্রিকায় দেখা যায় যে, সাংবাদিক নিয়োগ দেয়া হয় কিন্তু তাদেরকে বেতন দেয়া হয় না, বলা হয় যে তোমার বেতন তুমি সংগ্রহ করো।

যে সমস্ত পত্রিকা নিয়মিত বের হয় না সেগুলো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করেছি জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিক এবং প্রকাশকদেরও দাবি ছিল, পত্রিকা প্রকাশে অনিয়মের জন্য যাতে গণমাধ্যমে বদনাম না হয়। সে প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই চারশ’র বেশি পত্রিকা চিহ্নিত করা হয়েছে, তারমধ্যে দুইশ’ পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে, তবে কেউ যদি সংশোধন হতে চায় তাহলে সেই সুযোগ থাকবে।

জাতীয় দিবসগুলোতে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দিবসে পত্রিকায় ছাপানোর জন্য ক্রোড়পত্র প্রসঙ্গে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বৈশ্বিক যে অবস্থা বিরাজমান সেটি আপনারা জানেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দসীমার কথাও আপনারা জানেন। কোনো কোনো বড় পত্রিকার ১০-১২ কোটি টাকা বিলও বকেয়া রয়েছে। অবশ্য সরকারি বকেয়া বিল আজ হোক, কাল হোক অবশ্যই পাবেন। কিন্তু আগের মতো যথেচ্ছভাবে ক্রোড়পত্র দেয়ার সুযোগ আর নেই।

মন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমের কাজ মানুষের কাছে শুধু সংবাদ পরিবেশন করাই নয়, সমাজ ও জাতিকে পথ দেখানো, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হয়। মানুষ যদি স্বপ্ন না দেখে, যদি শুধু হতাশা দেখে, আশা না থাকে, সে এগুতে পারে না। সংবাদপত্র যদি ভাল সংবাদগুলো ভাল করে ছাপায় তাহলে জাতি স্বপ্ন দেখবে আশা থাকবে। দেশের সাফল্য, দেশ বদলে যাওয়ার কাহিনী, বিশ্ব কি বলছে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জাতিসংঘ কি বলছে, সেগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে মানুষকে জানাই, মানুষ আশাবাদী হবে, স্বপ্ন দেখবে। সমাজে সমালোচনা থাকতে হবে, সমালোচনা তারই হবে যে দায়িত্বে থাকে, কিন্তু একই সাথে ভাল কাজের প্রশংসাও থাকতে হবে।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২২

**তথ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর মনোনীত কর্মচারিদের হাতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ কাউসার আহাম্মদ, আইন কর্মকর্তা মোঃ সাঈদুর রহমান গাজী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোঃ রেজাউল করিম ও অফিস সহায়ক মোসাম্মদ সেলিনা বেগমের হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ, ক্রেস্ট ও একমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তুলে দেন মন্ত্রী। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন, তিন অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফারুক আহমেদ, খাদিজা বেগম এবং ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২১

**ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে**

 **--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের পরিক্ষীত বন্ধুরাষ্ট্র। উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, আরো বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। উভয় দেশের আন্তরিকতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগগুলো কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতিসম্প্রতি ভারত সফর করেছেন। দু’দেশের সরকার প্রধানের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সুযোগ-সুবিধার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এতে উভয় দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে জটিলতাগুলো দূর হলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বাড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হচ্ছে, এতে করে উভয় দেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সীমান্তে স্থাপিত বর্ডারহাটগুলোর প্রতি উভয় দেশের মানুষের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এর সুফল উভয় দেশের মানুষ ভোগ করছে। উভয় দেশের মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা বাড়ছে।

 আজ ঢাকায় তাঁর সরকারি বাসভবনে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের বিদায়ি হ্ইাকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ীক জটিলতা দূর করতে ভারতের বিদায়ি হ্ইাকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সেপা চুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশ খুবই আশাবাদী। এতে করে সেবা ও পণ্য বাণিজ্য বিনিয়োগ মেধাস্বত্ব ও ই-কমার্স এর মতো বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা যাবে। এতে উভয় দেশের বাণিজ্য আরো বাড়বে।

 ভারতের বিদায়ি হ্ইাকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের সময়ে সবার আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের সময়টুকু স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে, আরো অনেক কাজ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের পণ্যের প্রচুর চাহিদা আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরকে আরো কার্যকর করে উভয় দেশের বাণিজ্য বাড়ানো সম্ভব। সেপা চুক্তি উভয় দেশের জন্য ভালো হবে, এতে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের সড়কপথ যোগাযোগ খুবই ব্যবসাবান্ধব হবে।

#

বকসী/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৩৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ১২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৩৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৫৯ হাজার ২৬৭ জন।

#

কবীর/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৯

**জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এখন সমীহ করার নাম বাংলাদেশ**

 **--- নৌ-প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারিনি। যদি ধরে রাখা যেত তাহলে বিশ্বে জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অথবা দুই নম্বরে থাকত। জাহাজ নির্মাণ খাতটি অর্থনীতিতে শক্তি যোগায়। বাংলাদেশ জাহাজ রফতানি করতে সক্ষম হয়েছে। জাহাজ নির্মাণের সূতিকাগার ইংল্যান্ডে জাহাজ রফতানি করছে, এটা একটা বড় অর্জন।

 আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস কন্টেইনার জাহাজ যুক্তরাজ্যের কোম্পানির নিকট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 জাহাজটির ধারণক্ষমতা ৬ হাজার ১০০ ডেড ওয়েট টন (ডিডব্লিউটি)। জাহাজটি মাল্টিপারপাস হওয়ার কারণে ভারী স্টিলের কয়েল, খাদ্যশস্য, কাঠ এবং কন্টেইনারের পাশাপাশি বিপজ্জনক দ্রব্যাদিও বহন করতে পারবে। বাল্টিক সমুদ্রে চার ফুট বরফ আচ্ছাদিত অবস্থায় চলতে পারবে। এটি যুক্তরাজ্যের এনজিয়ান শিপিং কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিপইয়ার্ডগুলো জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান শিপইয়ার্ডগুলো উঠে আসুক, আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখুক। সরকারের পক্ষ থেকে এ খাতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এখন সমীহ করার নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ফ্রিগেট থেকে শুরু করে সবধরনের জাহাজ নির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করেছে। জাহাজ নির্মাণ সেক্টরের বিরাট সম্ভাবনা আছে।

 আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হোসেইন আহমদ, নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ নিজামুল হক, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা এবং আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহেল বারী।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৮

**পহেলা অক্টোবর থেকে খোলা বাজারে আটা বিক্রি হবে**

 **--- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, পহেলা অক্টোবর থেকে খোলা বাজারে আটা বিক্রি হবে প্যাকেটে। ইতোমধ্যে প্যাকেট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খোলা আটা বিক্রি হলে সেটি কালোবাজারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর জন্য দাম একটু বেশি পড়লেও সব আটা প্যাকেটে করা হচ্ছে।

 আজ সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত ‘বিএসআরএফ সংলাপ’-এ অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে সারা বছরই খোলাবাজারে বিক্রি কার্যক্রম চালানো হবে। ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কাবিখাসহ বিভিন্ন প্রকল্পে যে পরিমাণ চাল ও আটা ব্যয় হচ্ছে, তা পূরণের জন্যই মূলত আমদানি করা হচ্ছে। চালের বাজারে সিন্ডিকেট ভাঙতে কঠোর মনিটরিং কার্যক্রম চালানো হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী।

 মন্ত্রী আরো বলেন, বাজারে মিনিকেট বলতে কোনো চাল থাকবে না। এই চাল বিক্রির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার অভিযান চালাচ্ছে। এখন থেকে চালের বস্তার গায়ে যে নামেই বিক্রি করুক, সঙ্গে ধানের জাতের নাম উল্লেখ করতে হবে। আইনের খসড়া পাঠানো হয়েছে। আইনটি কার্যকর হলে ব্যবসায়ীরা কারসাজি করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

 সংলাপে সভাপতিত্ব করেন বিএসআরএফের সভাপতি তপন বিশ্বাস, সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি মোতাহার হোসেন।

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৭

**একনেকে প্রায় ৮ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার ৬ প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ৮ হাজার ৭৩৯ কোটি ৬৮ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৬ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৫ হাজার ৯২৯ কোটি ৩ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ২ হাজার ৮১০ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

 অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দু’টি প্রকল্প যথাক্রমে “কুমিল্লা (ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়ককে (এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ” প্রকল্প এবং “বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চারকাউয়া) হতে ভোলা (ইলশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের “চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্‌ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় “ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) মিটফোর্ড, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও বগুড়া-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের “মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্যহ্রাসকরণ” প্রকল্প এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের “আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ) (৪র্থ সংশোধিত)” প্রকল্প।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

 সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সিনিয়র সচিব ও সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/মাসুম/২০২২/১২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৬

**ড. খাজা নাছির উল্লাহর মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

জামালপুরের বকশীগঞ্জের বাট্রাজোরে আজমিরগঞ্জ দরবার শরিফের গদিনীশিন এবং খাজা বশির ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড. খাজা নাছির উল্লাহ মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

প্রতিমন্ত্রী এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ........ রাজিউন)।

#

আনোয়ার/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/শামীম/২০২২/১২০৫ ঘণ্টা